আজো বাঙালি আছি রে ....

কাইউম পারভেজ

আশরাফুল আলম স্বস্ত্রীক সিডনি শহরে এসেছেন মেয়ের বাসায় বেড়াতে। দেশ থেকে এই প্রথম বিদেশে আসা। দু'জনার বয়সও হয়েছে। তবু একমাত্র মেয়ের ঘরে প্রথম নাতি হয়েছে আনন্দে আর থাকতে পারেননি। মেয়েরও আবদার - আসতেই হবে। তাই চলে এলেন। আসতে চেয়েছিলেন নাতি হবার সময়েই। কিন্তু ভিসাগত ঝামেলা আর নিজের ব্যবসাপাতি গুছিয়ে আসতে বেশ দেরী হলো। নাতির বয়স এরই মধ্যে ছয় মাস। নাতি জাকারিয়াও যেন নানা নানীকে ভালো মতই চিনেছে।

দেখলেই খিলখিল করে হাসে। আশরাফুল সাহেব ভাবেন এই উচ্ছল নাতিকে ফেলে কী করে ফিরে যাবেন। নানীও ভাবেন আবার কবে দেখবে, কত বড় হবে কে জানে। নাতিটা বাঙালি হবে কিনা, আবার মেম-টেম বিয়ে করে ফেলে কিনা কে জানে।

সেদিন জামাই বাবাজি বললো এদেশে নামের খুব সমস্যা হয়ে যায়। এই সুন্দর জাকারিয়া নামটা নাকি আস্তে আস্তে জ্যাক হয়ে যাবে। ওমা! এ কী অলুক্ষণে কথা রে বাবা? জামাই আরো বললো ওর সামসুল নামটা নাকি ওর আফিসে এখন স্যাম হয়ে গেছে। এ কেমন দেশরে বাবা - এরা বাপ-মা'র দেয়া নাম কথা নেই বাত্তা নেই বদলিয়ে ফেলে? সামসু বলে - মা যে দেশে যে আচার। ওরা স্কুল কলেজ অফিস আদালতে যা খুশী করুক আমরা বাঙালিরা আমাদের জায়গায় ঠিক আছি। আপনি কী কখনো আমাকে স্যাম বলেছেন? আপনার কন্যা লিলি কী আমাকে স্যাম ডাকে? আমার বন্ধুরাও কেউ ডাকে না। জানেন মা, আরেকটা বিষয় হলো এদেশে তো নামের প্রথম অংশ দিয়ে ডাকার রেওয়াজ। ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলমান ছেলেদের নামের আগে আবদুল বা মোহাম্মদ আছে তাই আমাদের অনেককেই তার কাজে বা অন্য সময়েও হয় আবদুল বা মোহাম্মদ হলে ডাকে। যাই ডাকুক ঘণ্ডে, আমার বাঙালি সমাজে আমি আমার আসল নামেই পরিচিত।

কী জানি বাবা বড় চিন্তা হয় আমার জাকু ভাইয়ার কী হবে? কিচ্ছু হবে না মা। এই যে আপনি তো ওকে আদর করে ডাকেন জাকু ভাইয়া। হুম তবুও ...

কী সামসু তোমর শাশুড়ীর তার জাকু ভাইয়া কে নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে তাই না?

আলোচনায় যোগ দেন আশরাফুল সাহেব। সেদিন তোমার বন্ধু শরীফের বাসায় গিয়ে এই নাম নিয়ে কথা বলছিলো তোমার বন্ধুরা। একজন একটা জোক বললো নাম নিয়ে বেশ মজা পেয়েছিলাম। ও বলছিলো চীনেরা নাকি সন্তান ভূমিষ্ট হলেই রান্না ঘরে গিয়ে বাসন-কোসন হাতের কাছে যা পায় তাই ছুঁড়ে মারে। ওটার যে আওয়াজ হয় এই যেমন ধরো টুং টাং ফুং ফাং সেটাই ওদের নাম হয়ে যায়। আমি তোমার মা-র মত অতটা চিন্তিত নই। তোমার সাথে এই সিডনি শহরের বিভিন্ন জায়গায়

গিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে এখানে বাঙালিদের একটা বিশাল কম্যুনিটি গড়ে উঠেছে। এই কম্যুনিটিতে যত বেশী ভাষা সংস্কৃতির চর্চ্চা হবে তত বেশী তোমাদের শেকড় শক্ত হবে। যে চীনেদের গল্পটা বললাম সে চীনেদের দিকে তাকাও। বাঙালিদের অনেক আগেই ওরা এদেশে এসেছে এবং সেই তখন থেকেই ওরা নিজ ভাষা সংস্কৃতির চর্চ্চাটা ধরে রাখছে বলেই তো আজো ওটা রয়েছে এবং খুব শক্তভাবে রয়েছে। সেটার কারণ কী জানো? কারণ ওরা ঘর থেকে শুরু করেছে। এবং ঘরেই ধরে রেখেছে। গত ছয় মাস ধরে আমি এখানে রয়েছি। তোমাদের কম্যুনিটির সব অনুষ্ঠানগুলোতে গেছি যা দেখে মনে হয়েছে এ শেকড় বিলুপ্ত হবার নয়। বিশেষ করে অলিম্পিক পার্ক আর টেম্পীর বৈশাখী মেলা, একুশের বই মেলা কী বিশাল ব্যাপার - কী বিশাল আয়োজন। বাংলায় তোমাদের রেডিও টেলিভিশন প্রোগ্রাম, বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি খবরের কাগজও আছে। এগুলোকে ধরে রাখতে হবে এবং যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে সাপোর্ট করতে হবে, সহযোগিতা দিতে হবে। তোমাদের দুশ্চিন্তার তো কারণ দেখি না। কেবল ঘরে এর চর্চ্চাটা একটু থাকতে হবে। জাকারিয়ার সাথে বাংলায় কথা বললেই ভাষাটা ওর রপ্ত হয়ে যাবে। ইংরেজীর দেশ, ঘরের বাইরে গেলে ওটা নিজে নিজেই শিখবে। তোমাদের শেখাতে হবে না।

তবুও আমি ভয় পাচ্ছি - বলেন জাকু-র নানী

আরে রাখো তো - দেখবে আমাদের জাকারিয়া এর পরের বার তোমাকে দেখলে আধো আধো বোলে নানু নানু বলবে। গ্রান্ড মা বলবে না। ও অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলা, টেম্পীর বৈশাখী মেলা, একুশের বই মেলায় ছুটোছুটি করতে করতে বড় হয়ে উঠবে। তখন ঘরে বাইরে ওর বাঙালি সংস্কৃতি - ও যাবে কোথায়? তোমরা এখন গাও - একদিন বাঙালি ছিলাম রে - ও তখন গাইবে - আজো বাঙালি আছি রে .... আজো বাঙালি আছি রে ....।